ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৩১১
আগরতলা,২৫ সেপ্টেম্বর,২০১৮

পর্যটন খুব তাড়াতাড়ি রোজগারের ব্যবস্থা দিতে পারে : মুখ্যমন্ত্রী

‘অতিথি দেব ভব’ এই মানসিকতা যখন সবার মধ্যে তৈরি হবে তখন ত্রিপুরা পর্যটনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে। পর্যটন সম্ভাবনাকে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই রাজ্যের পর্যটনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে রাজ্য। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের নতুন লোগো প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় সম্পদ হচ্ছে ব্যবহার। যখন রাজ্যের বিমানবন্দরে কিংবা রেল স্টেশনে কোনও পর্যটক অবতরণ করবেন তখন যদি তাকে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে আপ্যায়ন করা হয় তাহলে তার মধ্যে রাজ্যের প্রতি একটা ভালো মনোভাব গড়ে উঠবে। এক্ষেত্রে পর্যটনের সাথে যুক্ত পরিবহণ শিল্প ও হোটেল ব্যবসায়ীদের আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটন একটা বড় শিল্প। ত্রিপুরার পর্যটনের বড় সম্পদ হচ্ছে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলি যে কোনও দেশের বা রাজ্যের ক্ষেত্রে আয়ের একটা বড় মাধ্যম। জেরুজালেম, মক্কা-মদিনা, গয়া-কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা মন্দির, তিরুপতি বালাজি মন্দির এই ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলিতে প্রচুর সংখ্যক লোক সমাগম হয়ে থাকে। ফলে ঐসব ধর্মীয় পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের দর্শন করার পাশাপাশি থাকা, খাওয়ার এবং পরিবহণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাতে বর্তমান রাজ্য সরকার গঠন হওয়ার পর ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রসাদ প্রকল্পে ৩৫ কোটি টাকার অনুমোদন ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করেছে। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে যে দীঘি রয়েছে সেই দীঘির পাড়ে ৫১ পিঠের ছোট ছোট মন্দির তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ট্রাস্ট কমিটি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে আরও সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগ নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, পর্যটন খুব তাড়াতাড়ি রোজগারের ব্যবস্থা দিতে পারে। সেই দিশাতেই বর্তমান রাজ্য সরকার ঊনকোটি, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, ছবিমুড়া, নীরমহল, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, নারকেলকুঞ্জ প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলিকে ট্যুরিস্ট সার্কিটে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাতে ত্রিপুরার বড়মাত্রার যুবক-যুবতীদের রোজগারের ব্যবস্থা তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলির বিকাশের পাশাপাশি রাজ্যের অনুকূল আবহ ও পরিবেশ, হাইস্পিড ইন্টারনেট রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সাব্রুমের ফেণী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে ত্রিপুরায় বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর পরিমাণে পর্যটক রাজ্যে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

***২-এর পাতায়

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে পর্যটকদেরও রাজ্যে আসার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতা চেয়েছেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন আগামীদিনে পর্যটনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মেক ইন ইন্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাজ্যের একজন ছাত্র এই লোগো তৈরি করায় মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যকে কৃষি, শিল্প, উদ্যান, বন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যকে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের মাছ, ডিম, দুধ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় সেইগুলি বাইরের রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয় এতে রাজ্যের একটা বিরাট পরিমাণের টাকা বাইরে চলে যায়। রাজ্যের টাকা যেন রাজ্যেই থাকে সেইজন্য ওইসব ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শারদীয়া দুর্গোৎসব আসছে। সকলে মিলেমিশে যাতে এই উৎসবে আনন্দ উপভোগ করতে পারি সেই দিশাতেই চিন্তা করতে হবে। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে যেন কোনও ধরণের জুলুমবাজি না হয় বা কাউকে যেন চাঁদা আদায়ের নামে হয়রানি করা না হয় সেইদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যারা চাঁদা আদায়ে জুলুমবাজিতে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে দল বা কোনও পার্টি না দেখে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরালু, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোভেকর ময়ূর আর উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, পর্যটনের এই নতুন লোগোটি তৈরি করেন আগরতলা এন আই টি-র ছাত্র দেবাদিত্য ভৌমিক। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তার হাতে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

*****